www.icb.gov.bd

আইসিবি পরিক্রমা

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী
আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি
পুঁজিবাজার
পাঠশালা
অভিব্যক্তি

সংখ্যা ১৩ | মার্চ ২০১৭, চৈত্র ১৪২৩ | ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH

Glorious Journey of 4 Decades

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ

পুঁজিবাজার বিষয়ক

- ইক্যুইটি, প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং প্লেসমেন্ট শেয়ার-এর বিপরীতে অগ্রিম/বিনিয়োগ;
- শেয়ার পুনঃক্রয়ের বিপরীতে অগ্রিম;
- ইউনিট সার্টিফিকেট, মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট, এএমসিএল ইউনিট ফান্ড এবং বাংলাদেশ ফান্ড ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম;
- মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম;
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- ইস্যু ম্যানেজমেন্ট;
- আন্ডাররাইটিং;
- ব্রোকারেজ সেবাসমূহ;
- ডিপি (ফুল সার্ভিস) সেবাসমূহ;
- মার্জার এবং এক্যুইজিশন;
- ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান;
- পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা;
- প্রেফারেন্স শেয়ারে বিনিয়োগ;
- স্টক মার্কেট লেনদেন;
- ডিবেঞ্চার ফাইন্যান্সিং;
- লিজ ফাইন্যান্সিং;
- ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং।

মুদ্রাবাজার বিষয়ক

- সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, জিরো কুপন বন্ড;
- মেয়াদি আমানত সংগ্রহ;
- ব্যাংক গ্যারান্টি;
- কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস।

সরকারের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন

- ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনরশিপ ফান্ড;
- রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অফলোডিং;
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম।

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টামন্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ
চেয়ারম্যান, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

উপদেষ্টামন্ডলী

মুহাম্মদ আলকামা সিদ্দিকী
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ হুমায়ুন কবির
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আবদুর রহিম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মনজুর আহমদ
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আবদুস সালাম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সৈয়দ শাহরিয়ার আহসান
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকমন্ডলী

মোঃ কামাল হোসেন গাজী
মহাব্যবস্থাপক

মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন
মহাব্যবস্থাপক

মিসেস দীপিকা ভট্টাচার্য্য
মহাব্যবস্থাপক

মোঃ রফিকুল ইসলাম
মহাব্যবস্থাপক

মোহাম্মদ শাহজাহান
মহাব্যবস্থাপক

মোঃ রিফাত হাসান
মহাব্যবস্থাপক

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
মহাব্যবস্থাপক

অসিত কুমার চক্রবর্ত্তী
উপ-মহাব্যবস্থাপক

আহাম্মদ জুলকারনাইন সোহেল
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

প্রকাশনায়:
প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
আইসিবি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০।
ওয়েবসাইট: www.icb.gov.bd ই-মেইল:info@icb.gov.bd, icb@agni.com

সূ | চি

সম্পাদকীয় ০৩

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ০৪-০৭

- চীনের তৈরি দুটি সাবমেরিন যুক্ত করার মধ্য দিয়ে ত্রিমাত্রিক শক্তি হিসেবে যাত্রা শুরু
- ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের বার্ষিক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
- ২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস' পালন
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড ০৭-১২

- মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট আইসিবির নগদ লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অমর একুশের ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা
- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি
- কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম
- আইসিবি শেয়ারের বাজারদর
- আইসিবি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের সুদের হার
- আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয় মূল্য

যোগদান ১২

অবসর গ্রহণ ১২

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ১৩-১৪

পুঁজিবাজার ১৪-১৬

- বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭
- বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- তালিকাভুক্ত কয়েকটি কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ
- বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

পাঠশালা ১৭-১৮

Key Financial Ratio

অভিব্যক্তি ১৮-১৯

সময়খেকো দানব-ফেসবুক

ইয়াংস্টারস্ ২০

অবুঝ মনের বাসনা

সম্পাদকীয়

২৬ মার্চ ২০১৪ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শুরু হয়েছিল আইসিবি পরিক্রমার পথচলা। পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং বিনিয়োগকারীগণের নিকট আইসিবির অবস্থান তুলে ধরাই আইসিবি পরিক্রমা প্রকাশের অন্যতম লক্ষ্য। সম্প্রসারণের তাগিদে পুঁজিবাজার সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়াবলীর গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং জাতীয় অর্থনীতির হালনাগাদ তথ্যাদি সম্পৃক্তকরণ, কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সামগ্রিক গুণগত মানোন্নয়ন সর্বোপরি বুদ্ধিদীপ্ত ও চিন্তাশীল পাঠক ফোরাম ও লেখকগোষ্ঠী গঠনের প্রয়াস অব্যাহত রেখে ১৩টি সমৃদ্ধ প্রকাশনার মাধ্যমে আইসিবির ভাবমূর্তি সমুন্নত রেখে তিনটি সফল বছর পার করল আইসিবি পরিক্রমা।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ থেকে মুক্তি, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং আত্মনির্ভরশীলতার অঙ্গীকার নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্বে সংগঠিত হলেও এই স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল চালিকাশক্তি ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অর্থনৈতিক মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সেই আকাঙ্ক্ষার সফলতাকেই নির্দেশ করে। উন্নত বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের একটি রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত। অর্থনৈতিক মুক্তির এ পথযাত্রায় শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল পুঁজিবাজারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কর্পোরেশনের সূচনালগ্ন থেকে গৃহীত বিভিন্ন সুসমন্বিত, সম্প্রসারণমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগ দেশের পুঁজিবাজারকে শক্তিশালীকরণ, পুঁজিবাজারের নতুন নতুন পদ্ধতি ও উপায় প্রবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

বর্তমান সরকারের সময়োচিত ও যুগোপযোগী পরিকল্পনা ও তার সফল বাস্তবায়ন দারিদ্রতাকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সয়ম্ভরতার এক আলোকজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। সরকারের এই অর্জন ও সফলতা, সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও নীতিমালা তথা স্বনির্ভর, উৎপাদনশীল, সৃষ্টিশীল ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্পে আইসিবি দায়িত্বশীল আর্থিক স্থপতি ও দেশের পুঁজিবাজারের অবকাঠামো উন্নয়নে নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের সাথে একযোগে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই প্রত্যয় কর্পোরেশনকে উত্তরোত্তর এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুসরণীয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

আইসিবি পরিক্রমার ১৩তম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। পরিক্রমা প্রকাশে আইসিবির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, পুঁজিবাজার, অর্থবাজার, সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা এবং সাফল্য নিয়ে লেখা আমাদেরকে সামনে অগ্রসর হবার পরিকল্পনার পথ সুগম করেছে। যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আইসিবি পরিক্রমা প্রকাশ, সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমৃদ্ধ এবং সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

চীনের তৈরি দুটি সাবমেরিন যুক্ত করার মধ্য দিয়ে ত্রিমাত্রিক শক্তি হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ মার্চ সকালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় আনুষ্ঠানিকভাবে "জয়যাত্রা" ও "নবযাত্রা" নামের সাবমেরিন দুটির কমিশনিং ফরমান অধিনায়কদের হাতে তুলে দেন। সাবমেরিন দুটির কমিশন প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সংকটময় মুহূর্তে সাবমেরিন যুদ্ধজাহাজ "জয়যাত্রা" ও "নবযাত্রা" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নৌবাহিনীতে সংযুক্ত হওয়া দুটি সাবমেরিন দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব সক্ষমতা যোগ করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সত্যিকারের ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে পরিণত হলো। এটি বর্তমান সরকারের একটি স্বপ্ন এবং প্রতিশ্রুতি ছিল।" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "শক্তিশালী সারফেস ফ্লিটের পাশাপাশি নেভাল এভিয়েশন এবং সাবমেরিন আর্ম যুক্ত হয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং আধুনিক ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল।" তিনি বলেন, ভবিষ্যতে দেশের সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে সাবমেরিন দুটির অধিনায়কদের হাতে কমিশনিং ফরমান তুলে দিয়ে নৌবাহিনীর রীতি অনুযায়ী নামফলক উন্মোচন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাবমেরিনের জন্য নির্মিত বিভিন্ন বেজসাপোর্ট ফেসিলিটিজ এর উদ্বোধন করেন। সাবমেরিনের জন্য "বিএনএস শেখ হাসিনা" নামে একটি নতুন পূর্ণাঙ্গ ঘাঁটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এটি হবে বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি। প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকায় চীন থেকে "নবযাত্রা" ও "জয়যাত্রা" নামে সাবমেরিন দুটি ক্রয় করেছে বাংলাদেশ। গতবছর ১৪ নভেম্বর চীনের দালিয়ান প্রদেশের লিয়া ওনানশিপ ইয়ার্ডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চীন সরকারের পক্ষে রিয়ার অ্যাডমিরাল লিউজিঝু বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদের কাছে সাবমেরিন দুটি হস্তান্তর করেন। এ সময় দুই দেশের নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ২৩ জানুয়ারি এ দুটি সাবমেরিন চট্টগ্রামে পৌঁছায়। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ বিভাগ (আইএসপিআর) জানায়, এই কনভেনশনাল সাবমেরিন দুটি ডিজেল ইলেকট্রিক চালিত, যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৭৬ মিটার এবং প্রস্থ ৭ দশমিক ৬ মিটার। সাবমেরিনগুলো টর্পেডো ও মাইন দ্বারা সুসজ্জিত, যা শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিনে আক্রমণ চালাতে সক্ষম।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে ১৭ জানুয়ারী থেকে শুরু হওয়া ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) ৪৭তম বার্ষিক সভায় যোগ দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সুইজারল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলীয় আল্পস অঞ্চলে গ্রাউবান্ডেনে পার্বত্য রিসোর্ট ডাভোসেচারে দিনব্যাপী এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের সভার প্রতিপাদ্য হচ্ছে "সংবেদনশীল এবং দায়িত্বশীল নেতৃত্ব (Responsive and Responsible Leadership)।" ডব্লিউইএফ-এর নিবাহী চেয়ারম্যান ক্লাউস সোয়াবের আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই প্রথম বাংলাদেশের কোনো নির্বাচিত নেতৃত্ব হিসেবে এই হাইপ্রোফাইল ফোরামে যোগদান করেছেন। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এ সভায় যোগ দিয়েছেন। ডব্লিউইএফ প্রতিষ্ঠার ৪৭ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম চীনের কোনো রাষ্ট্রপতি এতে যোগ দিলেন। অন্যান্য

সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানদের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভার প্লেনারি সেশনসহ অন্যান্য সেশনে অংশগ্রহণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৃহত্তর সহযোগিতা এবং আন্তঃদেশীয় বিশুদ্ধ পানি সম্পদের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) সাইডলাইনে ওয়ার্ল্ড আন্ডার ওয়াটারের ওপর এক আলোচনায় তিনি বলেন, পানি হচ্ছে সম্পদ। তাই পানির মূল্য আমাদের জানা দরকার। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নের পথে পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক উপাদান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, অসমতা থেকে সমতায় আনতে বিশুদ্ধ পানি ও সমুদ্র সম্পদ খাতে এই সহযোগিতা ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর এবং বিভিন্ন উপকূলীয় ও দ্বীপরাষ্ট্রসমূহের অস্তিত্ব নির্ভর করছে বিশুদ্ধ পানি ও সমুদ্র সম্পদ ব্যবহারের সক্ষমতার ওপর। তিনি পানি সম্পদ খাতে বেসরকারি খাতের ভূমিকা বৃদ্ধির প্রশংসা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ এবং এর আঞ্চলিক অর্থনীতিকে তুলে ধরতে বাংলাদেশে একটি সভা আয়োজনে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম- এর (ডব্লিউইএফ) প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা বাংলাদেশে এ ধরনের সভা আয়োজনে প্রস্তুত রয়েছি।

২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস' পালন

তেইশ বছরের শোষণ থেকে বাঙালির মুক্তির আন্দোলনকে শ্বাসরোধ করতে ২৫ মার্চ ১৯৭১ রাতে এ দেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের সেই অভিযানে রাতের প্রথম প্রহরে ঢাকায় চালানো হয় নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। সেই কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষককে হত্যা করে। পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, কমলাপুর রেল স্টেশন, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন বস্তিতে ঘুমন্ত নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করে। একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞে নিহতদের স্মরণে 'গণহত্যা দিবস' পালনের প্রস্তাব ১১ মার্চ ২০১৭ জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জাতীয় সংসদে স্বীকৃতির পর ২০ মার্চ ২০১৭ মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২৫ মার্চ দিনটি 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়। মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদনের পর ২১ মার্চ ২০১৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিপত্র জারির মাধ্যমে 'ক' শ্রেণীভুক্ত দিবস হিসেবে ২৫ মার্চ তারিখকে 'গণহত্যা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ফলে এখন থেকে প্রতিবছর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটি পালন করা হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বা Sustainable Development Goals (SDGs)

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে ১৯৩ টি সদস্য দেশ ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য (Goals) এবং এর অন্তর্গত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা (Targets) সংবলিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অনুমোদন করেছে। আইসিবি পরিক্রমার গতসংখ্যাগুলোতে লক্ষ্য ১-১৫ তুলে ধরা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের ১৬ ও সর্বশেষ ১৭তম লক্ষ্য হলো যথাক্রমে সবার জন্য শান্তিপূর্ণ সমন্বিত সমাজ তৈরি ও ন্যায়বিচার সুবিধা প্রদান এবং টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের উপায়সমূহকে শক্তিশালীকরণ ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব পুনরুজ্জীবিতকরণ।

এ সম্পর্কে এবারের আলোচনাঃ

লক্ষ্য ১৬ : টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত সমাজ তৈরি, সবার জন্য ন্যায়বিচার সুবিধা প্রদান

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহের ১৬ নম্বর লক্ষ্যটিতে টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি এবং সকল পর্যায়ে কার্যকর ও জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আবশ্যক।

তথ্য ও উপাত্ত:

❑ উন্নয়নশীল বিশ্বে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ প্রথম সারিতে রয়েছে।

❑ উন্নয়নশীল দেশে প্রতিবছর ১.২৬ ট্রিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ অর্থের ঘুষ, চুরি ও ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া হয়। এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে দরিদ্র মানুষ যারা প্রতিজন প্রতিদিন ১.২৫ ডলার আয়ের নিচে রয়েছে তাদের ছয় বছরের মধ্যে ওই দারিদ্র্যসীমার ওপরে ওঠানো সম্ভব।

❑ যুদ্ধকবলিত ও রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল দেশসমূহের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগের সংখ্যা ২০১১ সালে ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যার সংখ্যা প্রায় ২৮.৫ মিলিয়ন, যা অন্য একটি লক্ষ্য অর্থাৎ 'শিক্ষা'কে ব্যাহত করছে।

❑ আইনের শাসন ও উন্নয়নের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে এবং এ দুটি একে অন্যকে শক্তিশালী করে এবং যা আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

লক্ষ্য ১৬-এর অধীনে টার্গেটসমূহঃ

❑ সর্বত্র সকল প্রকার সহিংসতা এবং সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো।

❑ শিশুদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, নিপীড়ন, পাচার ও সব ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের অবসান ঘটানো।

❑ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সবার জন্য ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

❑ ২০৩০ সালের মধ্যে অবৈধ অর্থ ও অস্ত্রের প্রবাহ কমানো, চোরাই সম্পদ পুনরুদ্ধার ও ফেরত ব্যবস্থা জোরদার এবং সব

ধরনের সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

❑ সব ধরনের দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো।

❑ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে কার্যকর প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।

❑ সকল পর্যায়ে সক্রিয়, অন্তর্ভুক্তি, অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

❑ বৈশ্বিক শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নয়নশীল দেশের অংশগ্রহণ জোরদার এবং প্রসারিত করা।

❑ ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য জন্ম নিবন্ধনসহ আইনি পরিচয়পত্র প্রদান।

❑ জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী, তথ্য এবং মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষায় জনসাধারণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

❑ সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, সহিংসতা রোধ ও অপরাধ প্রবণতা কমানোর লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা।

❑ টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্যহীন আইন ও নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ।

লক্ষ্য-১৭ : টেকসই উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নের উপায়সমূহকে শক্তিশালীকরণ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব পুনরুজ্জীবিতকরণ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সরকারের সাথে বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের মধ্যকার সহযোগিতার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। জনগণ ও বিশ্বকে কেন্দ্রে রেখে সাধারণ লক্ষ্য ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যবস্থা স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে অপরিহার্য।

তথ্য ও উপাত্ত:

❑ ২০১৪ সালে ঘোষিত অফিসিয়াল উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ ছিল ১৩৫.২ বিলিয়ন ডলার, যা ছিল এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ রেকর্ড।

❑ উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশের আমদানির ৭৯ শতাংশই ছিল ডিউটি-ফ্রি।

❑ ২০১৪ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণ পরিস্থিতি স্থিতিশীল ছিল এবং ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ওই সব দেশের রপ্তানি আয়ের ৩ শতাংশ।

❑ বিশ্বের যুবসমাজের ৩০ শতাংশ ডিজিটাল বিশ্বের সাথে পরিচিত এবং তারা কমপক্ষে বিগত পাঁচ বছর ধরে অনলাইনে সক্রিয় রয়েছে।

❑ কিন্তু বিশ্বের ৪ বিলিয়নের বেশি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে না এবং তাদের ৯০ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশের মানুষ।

লক্ষ্য ১৭-এর অধীনে টার্গেটসমূহঃ

অর্থঃ

❑ উন্নয়নশীল দেশে ট্যাক্স ও অন্যান্য রাজস্ব আদায়, দেশীয় সম্পদ আহরণে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি।

❑ উন্নত দেশগুলো সম্পূর্ণরূপে তাদের অফিসিয়াল উন্নয়ন সহায়তার (Official Development Assistance) অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নে উন্নয়নশীল দেশগুলো ODA/GNI -এর ০.৭ শতাংশ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ODA/GNI ০.১৫/০.২০ শতাংশ লক্ষ্য অর্জনের সহায়তা প্রদান করবে।

❑ বিভিন্ন উৎস থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিনিয়োগ বর্ধিতকরণে সহায়ক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করা।

❑ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যথাযথভাবে ঋণের অর্থায়ন, ঋণ দান ও ঋণ পুনর্গঠনের সমন্বিত নীতির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা। ঋণ সংকট কমাতে অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশের বৈদেশিক ঋণ মোকাবিলায় সহায়তা করা।

❑ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিনিয়োগ প্রবর্ধন শাসন (Investment Promotion Regimes) গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।

তথ্যপ্রযুক্তি:

❑ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী কাজে প্রবেশ ও পারস্পরিকভাবে সম্মত শর্ত অনুযায়ী জ্ঞান বিনিময়, বিশেষ করে জাতিসংঘ পর্যায়ে বর্তমান ব্যবস্থার সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে এবং বৈশ্বিক প্রযুক্তির সহজতর ব্যবস্থার মাধ্যমে উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিভুজীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

❑ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ সুবিধাজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ শর্তসহ পারস্পরিকভাবে সম্মত অনুকূল শর্তে পরিবেশগতভাবে সুষ্ঠু প্রযুক্তির উন্নয়ন, বদলি, বিস্তার এবং প্রচার প্রসারণের উন্নতি করা।

❑ ২০১৭ সালে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য প্রযুক্তি ব্যাংক ও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে চালু করা এবং প্রযুক্তির সক্রিয় ব্যবহার উন্নত করা বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

দক্ষতা বৃদ্ধি:

উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিভুজ আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে সকল টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন। এ জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কার্যকর এবং সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিতে গৃহীত জাতীয় পরিকল্পনাকে সফল করতে আন্তর্জাতিক সহায়তা বৃদ্ধি করা।

বাণিজ্য:

❑ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় এবং এর দোহা উন্নয়ন আলোচ্যসূচির সার কথা অনুযায়ী একটি সার্বজনীন, নিয়মভিত্তিক, উন্মুক্ত, বৈষম্যহীন ও ন্যায়সংগত বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

❑ বিশেষ করে এতদুদ্দেশ্যে ২০২০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক রপ্তানিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অংশ দ্বিগুণ করার জন্য উন্নয়নশীল দেশে উল্লেখযোগ্যভাবে রপ্তানি বৃদ্ধি করা।

❑ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে আমদানির জন্য প্রযোজ্য অগ্রাধিকারভিত্তিক নিয়মগুলো (Rules of Origin) স্বচ্ছ ও সহজ করা। উন্নত বিশ্বের বাজারে প্রবেশাধিকার প্রাপ্তিতে সকল স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সিদ্ধান্তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধার যথাসময়ে বাস্তবায়ন।

ব্যবস্থাগত সমস্যা
নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংবদ্ধতা:

❑ নীতি সমন্বয় এবং নীতি সংবদ্ধতার মাধ্যমসহ, বৈশ্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উন্নয়ন।

❑ টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতি সংবদ্ধতার উন্নয়ন।

❑ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতি প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করতে প্রতিটি দেশের নীতির স্থান ও নেতৃত্বকে সম্মান করা।

স্টেকহোল্ডারদের অংশীদারিত্ব:

❑ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়তার জন্য সকল দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে জ্ঞান, দক্ষতা, প্রযুক্তি এবং আর্থিক সম্পদের সমাবেশ ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

❑ অংশীদারিত্বের অভিজ্ঞতা এবং কৌশলের ওপর ভিত্তি করে সরকারি-বেসরকারি ও নাগরিক সমাজের কার্যকর অংশীদারিত্ব উৎসাহিত ও প্রচার করা।

উপাত্ত, পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা:

আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতিসত্ত্বা, জাতিগোষ্ঠী, অভিবাসী অবস্থা, অক্ষমতা, ভৌগোলিক অবস্থান ও জাতীয় প্রেক্ষিতে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক উচ্চমানের, সময়োপযোগী এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধিকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ২০২০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত ও ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রসহ সকল উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রদত্ত সহায়তার উন্নয়ন করা।

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড (জানুয়ারি-মার্চ' ২০১৭)

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট আইসিবির নগদ লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর

আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এর নিকট আইসিবির নগদ লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর করেন

আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ এবং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এর নিকট আইসিবির ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ঘোষিত লভ্যাংশ থেকে সরকারের প্রাপ্য নগদ লভ্যাংশ বাবদ ৫১,২৫,৭৮,১৪০.০০ (একান্ন কোটি পঁচিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার একশত চল্লিশ) টাকার চেক হস্তান্তর করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব ও মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, আইসিবির মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণ এবং কর্পোরেশনের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অমর একুশের ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রভাতফেরি শেষে অমর একুশের ভাষা শহীদদের প্রতি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আইসিবির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। একুশের মহান শহীদদের স্মরণে আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ, কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান ও মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামসহ কর্পোরেশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক মহোদয় ও কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করেছে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ ও কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান, মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান ও আইসিবির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। এছাড়াও জাতির জনকের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ দোয়া'র আয়োজন করা হয়। এতে আইসিবির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান স্বাধীনতা দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান, কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণ ও কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ ২০১৭ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ, কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান, মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ও মোঃ নজরুল ইসলাম খান। এ সময় আইসিবির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

উন্নয়ন মেলা-২০১৭ এ আইসিবির সক্রিয় অংশগ্রহণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে বিগত ৯-১১ জানুয়ারি, ২০১৭ দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা-২০১৭ এর আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নেতৃত্বে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)সহ দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও শীর্ষস্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে "দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় পুঁজিবাজার" শিরোনামে দেশের ২৮টি জেলায় অত্যন্ত সফলভাবে মেলার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় এবং সেই সাথে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় পুঁজিবাজারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসমূহ তুলে ধরা হয়।

উন্নয়ন মেলা-২০১৭ উপলক্ষ্যে আইসিবির সক্রিয় অংশগ্রহণের খন্ডচিত্র।

এছাড়াও, দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা-২০১৭ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী ধাপে উন্নয়ন মেলার বর্ধিত কার্যক্রম হিসেবে বিগত ২৫-৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জেও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্কাউটস্ এর রোভার মুট এর মেলায়ও "দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় পুঁজিবাজার" শিরোনামে আইসিবি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে মেলার কার্যক্রম সম্পন্ন করে যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও আইসিবির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথেষ্ট প্রশংসিত হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস্ এর রোভার মুট এর মেলা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ-এ বিএসইসি, ডিএসই ও সিডিবিএল এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং আইসিবির প্রতিনিধিগণ।

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

কর্পোরেশনের জন্য একটি প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ কর্মীবাহিনী গঠন করা আইসিবির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিবি সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগনকে বিভিন্ন মেয়াদে দেশে/বিদেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- NAPD, BIBM, BICM, BIM, BIPD, Rapport Bangladesh Ltd., ICLIS এবং ICB এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ফ্রেমবন্দি স্মৃতিঃ

Leading Powerfully

Long-Term Financing

Investment Banking & National Integrity Strategy

ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম

পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার জন্য সরকার বিশেষ সহায়তা তহবিল নামে ৯০০.০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে। আলোচ্য তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আইসিবির উপর অর্পণ করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণকে সহায়তার লক্ষ্যে উক্ত বিশেষ সহায়তা তহবিল হতে ৩১ মার্চ ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউসকে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার বিবরণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	আবেদন		মঞ্জুরি		বিতরণ		আদায়	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
মার্চেন্ট ব্যাংক	২৩	৪৬৩.১০	২২	৪৬০.৬৭	১৮	৪২৮.৩৫	১৮	৪৬১.৯৭
ব্রোকারেজ হাউস	২৫	২৮০.০৭	২১	২২২.৫১	১৬	২১৩.৭৪	১৬	২১১.২৫
মোট	**৪৮**	**৭৪৩.১৭**	**৪৩**	**৬৮৩.১৮**	**৩৪**	**৬৪২.০৯**	**৩৪**	**৬৭৩.২২**

আইসিবির বিনিয়োগ হিসাবধারকগণকে ৮০-১০০% পর্যন্ত সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান

পুঁজিবাজারের স্বার্থে বিনিয়োগকারীগণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে আইসিবি বিনিয়োগ হিসাবধারকগণের জন্য ৮০-১০০% পর্যন্ত সুদ মওকুফ সুবিধা চালু করেছে। আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদন অনুযায়ী কতিপয় শর্ত পালন সাপেক্ষে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়ের বিনিয়োগ হিসাব স্কিমের আওতায় ১ জানুয়ারি ২০১১ হতে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্জিত সুদের ৮০-১০০% মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সম্পদ ঘাটতিযুক্ত বিনিয়োগ হিসাবসমূহে উল্লিখিত সময়ে অর্জিত সুদের ৮০% এবং শূন্য সম্পদযুক্ত হিসাবসমূহে অর্জিত সুদের ১০০% মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আগামী ৩০ জুন ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মওকুফ সুবিধা বলবৎ থাকবে। কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট (www.icb.gov.bd)-এ সুদ মওকুফ সুবিধার আওতাভুক্ত বিনিয়োগ হিসাবের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

আইসিবি শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই): জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭

(টাকায়)

	প্রারম্ভিক	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সমাপণী
জানুয়ারি	১১১.০	১৮৪.০	১১১.০	১৬৪.১
ফেব্রুয়ারি	১৬২.০	১৭৩.৯	১৫৬.৬	১৬৭.৩
মার্চ	১৬৬.৭	১৯৩.৪	১৬১.৯	১৯১.৩

আইসিবি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের সুদের হার

ঋণ ও অগ্রিমের ধরণ	পরিবর্তিত সুদের হার (%) (কার্যকর হওয়ার তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৬)
বিনিয়োগ হিসাবে প্রদত্ত ঋণ (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে)	১১.০০
ব্রিজিং ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ, শেয়ার পুনঃক্রয়, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রিম, ডিবেঞ্চার ক্রয়, অগ্রাধিকার শেয়ার, লিজ অর্থায়ন এবং কনজ্যুমার ক্রেডিট স্কিম	১১.০০
আইসিবি/ সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ কর্তৃক পরিচালিত সকল ইউনিট ফান্ড/ মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম	১১.০০
সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহে প্রদত্ত ঋণ (দীর্ঘ মেয়াদি)	৯.০০
সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহে প্রদত্ত ঋণ (স্বল্প মেয়াদি)	৯.০০

৩০-০৩-২০১৭ তারিখে আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য

ফান্ডের নাম	শুরু হওয়ার তারিখ	ইউনিট প্রতি বিক্রয় মূল্য (টাকা)	ইউনিট প্রতি পুনঃক্রয় মূল্য (টাকা)
আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১০ এপ্রিল ১৯৮১	-	২৬০.০০
আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড	২১ জুন ২০০৩	২৩০.০০	২২৫.০০
আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ড	১৮ অক্টোবর ২০০৪	১৮৫.০০	১৮০.০০
বাংলাদেশ ফান্ড	১০ অক্টোবর ২০১১	১০০.০০	৯৭.০০
আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	০৯.৮০	০৯.৫০
আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড	১৭ মে ২০১৫	১০.৩০	১০.০০

ফান্ডের নাম	শুরু হওয়ার তারিখ	ইউনিট প্রতি বিক্রয় মূল্য (টাকা)	ইউনিট প্রতি পুনঃক্রয় মূল্য (টাকা)
১ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৮ মার্চ ২০১৬	১০.২০	০৯.৯০
২য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৭ এপ্রিল ২০১৬	১০.২০	০৯.৯০
৩য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মে ২০১৬	১০.২০	০৯.৯০
৪র্থ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মে ২০১৬	১০.২০	০৯.৯০
৫ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মে ২০১৬	১০.২০	০৯.৯০
৬ষ্ঠ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১০ জুলাই ২০১৬	১০.৩০	১০.০০
৭ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৯ অক্টোবর ২০১৬	১০.৩০	১০.০০

যোগদান

কর্পোরেশনের কাজের গতি ত্বরান্বিত করা ও সমুন্নত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে আইসিবি প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ মার্চ, ২০১৭ তারিখে ০৫ জন নতুন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন কর্মচারীগণ হলেন: জনাব মোঃ আব্দুল আলীম, জনাব ইলিয়াস হাওলাদার, জনাব মোহাম্মদ মোর্শেদ সরকার, জনাব সবুজ চন্দ্র মজুমদার, জনাব সরদার নুর ইসলাম। কর্পোরেশন নবনিযুক্ত কর্মচারীগণের সফল কর্মজীবন ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছে।

অবসর গ্রহণ

কর্মজীবনের সায়াহ্নে প্রতিবছর আইসিবি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের বিশেষায়িত ব্যাংক-২ এর ১১ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৩২২.১৩.০০১.১৭-০৯ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক ১৫ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রাক্তন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর আইসিবিতে যোগদান করেন। আমরা তার সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ প্রান্তিকে কর্পোরেশন থেকে ১১.০১.২০১৭ তারিখে মিসেস নাসরিন সুলতানা (মহাব্যবস্থাপক), ০২.০২.২০১৭ তারিখে জনাব মজিবুর রহমান ফরাজী (উপ-মহাব্যবস্থাপক) অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়াও ১০.০২.২০১৭ তারিখে জনাব সিদ্দিকুর রহমান (ডেসপাচার), ২২.০২.২০১৭ তারিখে জনাব মোঃ কামাল হোসেন (ড্রাইভার), ০১.০১.২০১৭ তারিখে জনাব মানিক চন্দ্র দাস (সুইপার) অবসর গ্রহণ করেন। আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সুখ, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি

এক দশক ধরে এশিয়ার যে কয়েকটি দেশের অর্থনীতি সবচেয়ে ভাল অবস্থানে রয়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশ বছরে গড়ে ৬ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে আসছে। স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের সূচকের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, বৈদেশিক রিজার্ভ ও টাকার যোগান বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির হ্রাস বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অর্জন। অর্থনীতিবিদ ও সরকারের পরিকল্পনার সাথে যুক্ত বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই হবে এ বছরে অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকের জাতীয় পর্যায়ের মূল্যস্ফীতি এর চিত্র প্রদর্শিত হলঃ

মূল্যস্ফীতির হার ভিত্তি বছর: (২০০৫-০৬)	জানুয়ারি, ২০১৭	ফেব্রুয়ারি, ২০১৭
পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে	৫.১৫%	৫.৩১%
মাসিক গড় ভিত্তিতে (মাস ১২)	৫.৪৩%	৫.৪১%

মার্চ, ২০১৭ এ মোট টাকার যোগান দাঁড়িয়েছে ৯৬,৪৮,২৩১ মিলিয়ন টাকা যা বিগত বছরের একই মাসের তুলনায় প্রায় ১৩% বেশি।

বৈদেশিক রিজার্ভ মার্চ, ২০১৬ এর ২৮,২৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে প্রায় ৪ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০১৭ এর শেষে ৩২,২১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ দাঁড়িয়েছে।

এনবিআর এর জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসের কর আদায় এর পরিমাণ প্রায় ৮০,২৫৫ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৬৮,০৮৯ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১৮ শতাংশ বেশি।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে প্রতি মাসের শেষ কর্মদিবস অনুযায়ী ইনডেক্স ও বাজার মূলধনের পরিবর্তন নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

স্টক এক্সচেঞ্জ	বিবরণ	৩১ জানুয়ারি, ২০১৭	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	৩০ মার্চ, ২০১৭
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ	ডিএসইএক্স ইনডেক্স	৫৪৬৮.৩৪	৫৬১২.৭০	৫৭১৯.৬১
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ	সিএসসিএক্স ইনডেক্স	১০২৭৩.০০	১০৫৩৬.২৭	১০৭৫৩.৮৬

জানুয়ারি, ২০১৭ মাসে ব্যাংক সুদের স্প্রেড ৪.৭২ শতাংশে অবস্থান করে যা ডিসেম্বর, ২০১৬-এ ছিল ৪.৭১ শতাংশ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক এর রেমিটেন্স আয় ও রপ্তানি আয়ের সাথে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক এর রেমিটেন্স আয় ও রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

(মিলিয়ন ডলার)

খাতসমূহ	২০১৫-১৬ অর্থবছর			২০১৬-১৭ অর্থবছর		
	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
রেমিটেন্স আয়	১১৫০.৬৪	১১৩৬.২৭	১২৮৫.৫৮	১০০৯.৪৭	৯৪০.৭৫	১০৭৭.৪৪
রপ্তানি আয়	৩১৮৫.৬৩	২৮৫৪.২২	২৮৩১.৪২	৩৩১২.০৪	২৭১২.৭২	-

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ মাসে বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি ৪,৭৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ মাসে বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি ৭,০৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কারেন্সির বিপরীতে ৩০ মার্চ, ২০১৭ তারিখে টাকার মূল্যমান নিম্নে প্রদর্শিত হলঃ

আন্তর্জাতিক কারেন্সি	ক্রয়মূল্য (টাকায়)	বিক্রয়মূল্য (টাকায়)
১ মার্কিন ডলার	৭৯.৬৭	৭৯.৬৮
১ ইউরো	৮৪.৮৪	৮৪.৯০
১ গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড	৯৯.৯৫	১০০.০৪
১ জাপানি ইয়েন	০.৭২	০.৭২
১ ইন্ডিয়ান রুপি	১.২৩	১.২৩

উন্নয়নের মহা আয়োজনে সকলের কার্যকর অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, বিপুল জনসংখ্যার বিপরীতে সীমিত সম্পদ এবং নানা অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক বৈরী পরিস্থিতি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর কার্যকর ও গতিশীল নেতৃত্বে সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে বাংলাদেশ নিজেকে আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। উন্নয়নের এ গতি ধরে রাখার জন্য কিছু নীতি গ্রহণ করতে হবে। এগুলো হচ্ছে- মানসম্মত চাকরীর সুযোগ সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয়া, শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে শিল্প বান্ধব নীতি গ্রহণ, মানব সম্পদের উন্নয়ন, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতের মধ্যকার প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে তা সরিয়ে ফেলা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক মাত্রায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী গ্রহণ করা।

সূত্রঃ

1.www.bb.org.bd
2.www.bbs.gov.bd
3. www.dsebd.org
4. www.cse.com.bd

পুঁজিবাজার

জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ প্রান্তিকের শুরুতে ডিএসই-এর ব্রড ইনডেক্স ছিল ৫০৮৩.৮৯ যেখানে বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন ছিল যথাক্রমে ৩৪৪০৬০৩.১৯ ও ৯৯৩৬.৯৯ মিলিয়ন টাকা। পরবর্তীতে ৩০ মার্চ, ২০১৭ তারিখে ডিএসই-এর ব্রড ইনডেক্স দাঁড়ায় ৫৭১৯.৬১ তে এবং বাজার মূলধনায়ন ও লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৭৯৮৩০৫.৯৯ ও ৮১৭৪.৮৩ মিলিয়ন টাকায়। পক্ষান্তরে, প্রান্তিকের শুরুতে সিএসসিএক্স ইনডেক্স ছিল ৯৪৫৭.৯৮ যেখানে বাজার মূলধনায়ন ও লেনদেন ছিল যথাক্রমে ২৭৭০১৫২ ও ৬২১.১৫ মিলিয়ন টাকা। পরবর্তীতে ৩০ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সিএসসিএক্স ইনডেক্স দাঁড়ায় ১০৭৫৩.৮৬ তে এবং বাজার মূলধনায়ন ও লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩১২৪৯৩৩ ও ৫৭৭.৫২ মিলিয়ন টাকায়।

এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭

	ডিএসই					সিএসই				
তারিখ	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	ডিএসইএক্স ইনডেক্স	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	সিএসসিএক্স ইনডেক্স
০১-০১-২০১৭	১৮৪৫৬৭	৩৮৮১৫৯০১৪	৯৯৩৬.৯৯	৩৪৪০৬০৩.১৯	৫০৮৩.৮৯	২৩০৮১	২৬৪৯৩১০৬	৬২১.১৫	২৭৭০১৫২	৯৪৫৭.৯৮
০৫-০১-২০১৭	২০৩৮৫০	৩৯১৩২৪২৩৭	১২৪৫৪.৯৪	৩৪৯৩৪৯৬.৮৮	৫১৮২.২৫	২৫২৫৬	২৫৬৭০১৭১	৭৩৪.১৭	২৮২১১২৬	৯৬৪১.১২
১২-০১-২০১৭	২২০৯৫৮	৪৭০৬৮৪৫৮০	১৪১৬৮.৩৭	৩৫৯২৬৯৫.৭৫	৫৩৪২.৮৮	২৬৭৯৫	২৯৭২৯১২৪	৭৮৩.০৪	২৯১৯৮১৮	৯৯৪৯.৫৬
১৯-০১-২০১৭	২২৬৯৪১	৪২২৪৭৫০৫৭	১৪০৮৭.৪৩	৩৬৮৬৬২৮.৪৬	৫৫৩৪.০৭	২৯৭২৪	৩০৯৩২৮৭৮	৮৪৭.০৪	৩০১৩৫১১	১০২৮৬.৫৮
২৬-০১-২০১৭	১৯৬০৭১	৩৫৯৬৬০৩৭৬	১২৬৯৬.০৯	৩৭৪১১৬৬.৯৫	৫৬১৮.৬৫	২৪৫১১	২৩৫১৬৭২৩	৭২৪.৩২	৩০৬৪৯০৮	১০৫৪৮.৯৮
০২-০২-২০১৭	১৪৪৪৪৩	২২৮০৬৫৪৯৫	৭৪৫৯.৯০	৩৬২১৮৯.৩৮	৫৩৬৫.১৪	১৬৩৩২	১৬০৬১২০৯	৪৫২.৭৫	২৯৫৫১৪৪	১০০৬৩.৬৫
০৯-০২-২০১৭	১৬৫৪২৩	২৬০১৬৩২৪৬	৯১৩৫.৫২	৩৬৯৭৭৮৮.৭২	৫৫১২.৪৬	২০৮৫৭	১৮৬০৩০৫০	৫৩৭.৪৫	৩০২২৮৬০	১০৩৩০.০২
১৬-০২-২০১৭	১৬৭১৮১	২৯৩২৫৪৭২৮	১০৬২৭.৬২	৩৭৪৫০৭৬.৬৭	৫৫৯০.৬৭	২০৩৯৮	২০৭০৭৫৪৮	৬৩৫.০৩	৩০৭২০৭৫	১০৪৮৯.০৪
২৩-০২-২০১৭	২০০০৩০	৩৪০২১১৯৪৯	১৩৩৩১.৫২	৩৭৬২২২১.৫৪	৫৬২৫.৩৩	২৪১৮৯	২৩০৭৯৭৯৭	৮৩৮.৭১	৩০৮৯০০২	১০৫৬৪.১৬
০২-০৩-২০১৭	১৩৫১৯২	২১৬১৪১২৪৫	৮৩০৪.৪৩	৩৭২৯০৯৮.৪৪	৫৫৮৬.৭৫	১৬২০৯	১৪০৫৯১৪৩	৪২৭.২১	৩০৫৬৫৯৮	১০৪৯২.৪৮
০৯-০৩-২০১৭	১৭৪৯৯০	৩৪৬৯৭৪৯৭১	১১৮৫৩.৬৩	৩৭৬৩৯৮০.৭৪	৫৬৭১.৬২	২২৫৬৫	২১২৮৬৯৭৭	৬৪২.৫০	৩০৯১৩৭০	১০৬৫৩.৪১
১৬-০৩-২০১৭	১৫২০০১	৩০১৮৩৯৩৭৭	৯৬৪০.৬৬	৩৭৭১৮০২.২১	৫৭০১.২৭	১৯৫৫৮	২১০৪৫৬৪৭	৫৫৫.০১	৩১০৩২৫৬	১০৭২৯.৪২
২৩-০৩-২০১৭	১৪৯৩২৭	৩৫৬৯৯০৪২৭	১০৪০৮.৯০	৩৭৮১৪৪২.২০	৫৭২৬.২৩	২০৮১৬	২৭৪৪৬০৮২	৬৯২.২৭	৩১০১৮০৬	১০৭৫৮.৪৮
৩০-০৩-২০১৭	১২৩২৮৭	২২৬৪২৮২৪৫	৮১৭৪.৮৩	৩৭৯৮৩০৫.৯৯	৫৭১৯.৬১	১৫৬২৬	১৮৩৮৩১৪৭	৫৭৭.৫২	৩১২৪৯৩৩	১০৭৫৩.৮৬
দৈনিক গড় জানুয়ারি-মার্চ, ১৭	১৮৬০৭৮.২১	৩৬৩৮২৪৭৪৮.৩	১১৯৬৯.৩৬			২৩৬৫৬.৯৫	২৫৭২২৪০৭.৭	৭২৫.৯১		

বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি; ৩০ মার্চ, ২০১৭

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %
১	গ্রামীণফোন লিমিটেড	৪৪৮৪৩৪.৬৪	১৩.৮২	গ্রামীণফোন লিমিটেড	৪৫০০৫৫.০	১৪.৪৩
২	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড	১৯০৬২৪.১৭	৫.৮৭	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড	১৮৯৫৯৫.৩	৬.০৮
৩	বিএটিবিসি লিমিটেড	১৪৫৭৮৮.০০	৪.৪৯	বিএটিবিসি লিমিটেড	১৪৪৬৪২.০	৪.৬৪
৪	আইসিবি	১২১০৫৭.০৩	৩.৭৩	আইসিবি	১২০৪৮৭.৫	৩.৮৬
৫	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড	৮৩২৭০.৪৮	২.৫৭	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড	৮৩৩৮৬.৬	২.৬৭

লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি; ৩০ মার্চ, ২০১৭

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	মোট মূলধনের %	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	মোট মূলধনের %
১	লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড	৪৪১.২৯	০.৫৪	ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড	৪৩.৩২	৭.৫০
২	সিটি ব্যাংক লিমিটেড	৩৯০.৩১	০.৪৮	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৩২.৫৫	৫.৬৪
৩	বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড	২৪০.৯০	০.২৯	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড	২৭.৩৮	৪.৭৪
৪	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	২৩০.৯৬	০.২৮	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	২৬.৩৬	৪.৫৬
৫	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড	২০৬.৩০	০.২৫	বিএসআরএম লিমিটেড	২৫.৬৫	৪.৪৪

সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি; ৩০ মার্চ, ২০১৭

ক্র. নং	কোম্পানির নাম	প্রকৃত ইপিএস (টাকা)	পি/ই
১	বিএটিবিসি লিমিটেড	৯৭.৯০	২৪.৮২
২	স্টাইলক্রাফট লিমিটেড	৯৫.৪২	১২.৯০
৩	এসিআই লিমিটেড	৭৪.৪১	৬.৪৪
৪	গ্লাক্সোস্মিথক্লাইন বাংলাদেশ লিমিটেড	৬৮.৯৯	২২.০১
৫	বার্জার পেইন্টস লিমিটেড	৬৪.৩৭	৩৩.২৩

সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি; ৩০ মার্চ, ২০১৭

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)
১	ইউসিবিএল	৫.৯৩	৩.৮১	ম্যাকসন স্পিনিং মিলস লিমিটেড	৩.৫৭	২.৮০
২	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	৫.৯৯	২.৮৭	এসিআই লিমিটেড	৫.৪১	৮৮.২৪
৩	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	৬.২৪	২.১২	তিতাস গ্যাসট্রান্সমিশন ড্রিস্টি. কো. লি.	৫.৬৭	৮.৯৮
৪	এসিআই লিমিটেড	৬.৪৪	৭৪.৪১	ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	৫.৯৩	৩.৮১
৫	খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড	৬.৪৯	৯.৮২	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	৫.৯৬	২.৮৭

তালিকাভুক্ত কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ

কোম্পানির নাম	অনুমোদিত মূলধন (কোটি টাকায়)	পরিশোধিত মূলধন (কোটি টাকায়)	শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান (শতকরা হারে)					নিট লাভ (কোটি টাকায়)	সমাপণী মূল্য (টাকায়)*	শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকায়)	পি/ই রেশিও
			পরিচালক	সরকার	ইন্সটিটিউশন	বৈদেশিক	জনসাধারণ					
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২.০০	১.৫২	৬০.০০	০.০০	২৯.৬০	০.০০	১০.৪০	৬.৫০	১২১৭.৭০	১৮৩.০৪	৪২.৭৩	২৮.৪৯
পদ্মা ওয়েল কোম্পানি লিমিটেড	১০.০০	৯.৮২	০.০১	৫০.৩৫	২৮.২১	০.০০	২১.৪৩	১৮.৭৪	২৫৩.৩০	৯২.৯২	১৯.০৭	১৩.২৮
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই লিমিটেড	৫০.০০	৩৯.৭৬	০.০০	৭৫.০০	১৭.০৩	০.৫৭	৭.৪০	৪.৪৬	৫৪.৯০	৩৭.০৪	১.১২	৪৮.৯২
পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি লিমিটেড	১০০.০০	৪৬.০৯	০.০০	৭৬.২৫	১৯.১৬	০.০০	৪.৫৯	১২.২৬	৫৪.৫০	৭৬.৮৯	২.৬৬	২০.৪৯
যমুনা ওয়েল কোম্পানি লিমিটেড	৩০.০০	১১.০৪	০.০০	৬০.০৮	২৫.৯৯	০.০৪	১৩.৮৯	১৯.৫৯	২১২.৪০	১৪৩.৪৪	১৭.৭৪	১১.৯৭

সূত্র: ডিএসই মাসিক রিভিউ; মার্চ, ২০১৭। * ৩০.০৩.২০১৭ তারিখে

বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

		৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬	৩০ মার্চ,২০১৭	পরিবর্তন (%)
বাংলাদেশ				
	ডিএসইএক্স	৫০৩৬.০৫	৫৭১৯.৬১	১৩.৫৭
	সিএসসিএক্স	৯৩৬৯.৯১	১০৭৫৩.৮৬	১৪.৭৭
এশিয়া				
টোকিও	নিক্কি ২২৫	১৯১১৪.৩৭	১৮৯০৯.২৬	-১.০৭
হংকং	হ্যাং সেং	২২০০০.৫৬	২৪১১১.৫৯	৯.৬০
বোম্বে	এস অ্যান্ড পি বিএসই সেনসেক্স	২৬৬২৬.৪৬	২৯৬৪৭.৪২	১১.৩৫
সাংহাই	এসএসই কম্পোজিট ইনডেক্স	৩১০৩.৬৪	৩২২২.৫১	৩.৮৩
ফিলিপাইনস্	পিএসইআই	৬৮৪০.৬৪	৭৩১১.৭২	৬.৮৯
থাইল্যান্ড	এসইটি	১৫৪২.৯৪	১৫৭৫.১১	২.০৮
শ্রীলংকা	কলম্বো স্টক এক্সচেঞ্জ অল শেয়ার ইনডেক্স	৬২২৮.২৬	৬০৬১.৯৪	-২.৬৭
ইউরোপ				
লন্ডন	এফটিএসই ১০০	৭১৪২.৮৩	৭৩২২.৯২	২.৫২
ডয়চে বোর্স	ডিএএক্স	১১৪৮১.০৬	১২৩১২.৮৭	৭.২৫
ইউরো নেক্সট প্যারিস	সিএসি-৪০	৪৮৬২.৩১	৫১২২.৫১	৫.৩৫
আমেরিকা				
ইউএসএ	নাসডাক কম্পোজিট	৫৩৮৩.১২	৫৯১১.৭৪	৯.৮২
	ডিজেআইএ	১৯৭৬২.৬০	২০৬৬৩.২২	৪.৫৬
	এস অ্যান্ড পি-৫০০	২২৩৮.৮৩	২৩৬২.৭২	৫.৫৩
ব্রাজিল	বোভেসপা	৬০২২৭.২৯	৬৪৯৮৪.০৭	৭.৯০

সূত্র: http://finance.yahoo.com/; http://www.set.or.th/en/market/market_statistics.html; http://www.pse.com.ph/stockMarket/marketInfo-marketActivity.html

পাঠশালা

Key Financial Ratios

1. Earnings Per Share - EPS(Tk.)

Earnings per share (EPS) is the portion of a company's profit allocated to each outstanding share of common stock. Earnings per share serves as an indicator of a company's profitability.

Formula:

$$\text{Earnings per share (EPS)} = \frac{\text{Net Income After Tax}}{\text{No. of Outstanding Share}}$$

2. Book Value Per Share (Tk.)

Book value per share is a market value financial ratio. The purpose of calculating book value per share is to relate shareholder's equity to the number of shares of common stock outstanding.

Formula:

$$\text{Book value per share} = \frac{\text{Net assets}}{\text{No. of shares of common stock outstanding}}$$

3. Dividend yield (%)

Dividend yield refers to a stock's annual dividend payments to shareholders, expressed as a percentage of the stock's current price.

Formula:

$$\text{Dividend yield} = \frac{\text{Dividend per share}}{\text{Market price per share}}$$

4. Dividend Payout Ratio (%)

The dividend payout ratio measures the percentage of net income that is distributed to shareholders in the form of dividends during the year. In other words, this ratio shows the portion of profit the company decides to keep to fund operations and the portion of profit that is given to its shareholders.

Formula:

$$\text{Dividend Payout Ratio} = \frac{\text{Total Dividends}}{\text{Net Income}}$$

5. Price-Earnings Ratio - P/E Ratio (Time)

The price-earnings ratio (P/E Ratio) is the ratio for valuing a company that measures its current share price relative to its per-share earnings.

Formula:

$$\text{P/E Ratio} = \frac{\text{Market value per share}}{\text{Earnings per Share (EPS)}}$$

অভিব্যক্তি

সময়খেকো দানব-ফেসবুক

আয়শা সুলতানা

আগুন আবিস্কারের সাথে সাথে সভ্যতার সৃষ্টি। আগুন দ্বারা একটা সভ্যতা ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির যে ব্যবহার নিঃসন্দেহে একটা নতুন সভ্যতার সূচনা। তবে এর অপব্যবহারে পরিণতি কি হবে তাই ভাববার সময় এসেছে।

বাড়ীতে বা অফিসে বা পার্কে বা গাড়ীতে-চৌকোণা বস্তুটি চোখের সামনে। কয়েক বছর আগে একটা নির্দিষ্ট সময়ে শুধুমাত্র টেলিভিশন নামের চৌকোনা বস্তুটাই ছিল বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম। এখন কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ ছোট- বড় নানা আকারের চারকোনা। প্রযুক্তির এই যুগে এগুলো ছাড়া চলে নাকি? চলে না। ফেসবুক ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না। পড়ালেখা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুরানো বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ, অপছন্দের মানুষকে একহাত দেখে নেওয়া- ফেসবুক ছাড়া অসম্ভব।

এখন প্রশ্ন, সত্যিকার প্রয়োজনে ফেসবুক ব্যবহার কতটুকু আর প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার কতটুকু? আমাদের জীবন গঠনে কিভাবে তা উপকারে লাগছে? জানার মাধ্যম হিসেবে প্রযুক্তিকে কতটুকু কাজে লাগাতে পারছি?

সেলফি'র সাথে সেলফিশ শব্দটা সমর্থক হয়ে গেছে। একই জায়গায়, একই আড্ডায় অথবা পরিবারের সবার সাথে থেকেও অনেকে যার যার চারকোনা যন্ত্রের উপর উবু হয়ে নিজেদের সেলফি আপলোডে ব্যস্ত। সেলফি তোলার সাথে সাথে ফেসবুকে আপলোড। ক্ষণে ক্ষণে দেখতে হয় কয়টা লাইক আর কয়টা কমেন্টস্।

ফেসবুক ব্যবহারকারীরা এটা জানেন কি ফেসবুকে চাকুরীরত কর্মীরা তাদের কর্মকালীন সময়ে ফেসবুক ব্যবহার করেন না। বিল গেটস তার সন্তানদের হাতে চৌদ্দ বছর বয়সের পূর্বে সেলফোন তুলে দেননি। তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা খাবার টেবিলে সেলফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন। আর আমরা কি করছি? খাবার ছবি থেকে বাথরুমে বসে থাকা কোন ছবিই ফেসবুকের দেয়ালে না সাঁটতে পারলে রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়।

আসলে ফেসবুক আর ফেন্সিডিলের মধ্যে স্বভাবগত কোন পার্থক্য নাই। দুটোই আসক্তির উৎস। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এটা যে আসক্তি সেই সত্যটা বুঝতে

না পারা। তা না হলে ঢাকা শহর ফেসবুক ব্যবহারে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে? অর্জন বলছি একারণে যে, আমাদের দেশের একজন অশিক্ষিত বা অক্ষরজ্ঞানহীন লোকেরও ফেসবুক একাউন্ট আছে। কি আজব ব্যবস্থা! টাকা পয়সা লাগে না। অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। যে শিক্ষার্থী পড়ালেখায় আগ্রহী নয়, সেও ফেসবুকে পড়তে ও লিখতে পারদর্শী। অল্পবিদ্যা ভয়ংকর বাক্যটার মর্মার্থ হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে আমাদের দেশে প্রযুক্তির এই অপরিনামদর্শী অসচেতন ব্যবহারে।

এটি একটি দুর্যোগ, একটি মহামারী, সভ্যতা বিধ্বংসী বায়বীয় অস্ত্র। এই অস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে তরুনদের একা করে ফেলার জন্য। এটা একটা চক্রান্ত, সাম্রাজ্যবাদের শোষণের আর একটা কৌশল। যারা সোস্যাল মিডিয়ায় আসক্ত তারা সবথেকে একা এবং জেলাস। সময় খেকো এই সামাজিক মাধ্যম-আসলেই কি সামাজিক নাকি অসামাজিক তা গভীর উপলব্ধির সময় এখন। এই আসক্তি থেকে আমাদের সন্তানদের বাঁচাতে চাই। একজন মা তার সন্তানকে বুঝিয়েও ফেসবুক আসক্তি থেকে বের করতে পারছিলেন না। এক পর্যায়ে কঠোর শাসন করতে গেলে সন্তান উল্টো মা কে হুমকি দেয় এই বলে যে বেশী বাড়াবাড়ি করলে ঐশীর মত কান্ড ঘটাব।

খুলনায় গত ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত একটি পারিবারিক ওয়ার্কশপে একটি কিশোরী মেয়ে তার অনুভূতি বলছিল। বাবা মা সন্তানকে ভাল রাখার জন্য বন্ধু বান্ধব নির্বাচন করেন। এর সাথে মিশবে না ওর সাথে মিশবে না। কারণ তারা জানেন কার সাথে মিশলে সন্তান ভাল হবে, কার সাথে মিশলে গোল্লায় যাবে। বর্তমানে অনেক বাবা মা আরো সতর্ক হওয়ার চেষ্টা করেন সঙ্গী হিসেবে সন্তানের হাতে সেলফোন তুলে দেওয়ার মাধ্যমে। ভাবেন সন্তান চোখের সামনে থাকবে, খারাপ বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়বে না। তাদের এই ভাবনা যে কত বড় ভুল সেটা যখন তারা বোঝেন তখন দেরী হয়ে যায়। মেয়েটি আরো বলছিল, খেলার মাঠে বা ক্লাসে যে বন্ধুদের সাথে মিশছে তা দৃশ্যমান। কিন্তু হাতের মুঠোয় থাকা যন্ত্রটার ভেতর দিয়ে যে অন্ধকার জায়গায় তলিয়ে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত, বাবা মা তার কতটুকু খোঁজ পাচ্ছেন।

সময় সম্পর্কে আগে আমাদের সচেতন হতে হবে। আমরা নিজেরা সময়ের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে সন্তানদের সেটা করানো যাবে না। চীনা একটা প্রবাদ আছে সময় দুইভাবে ব্যয় করা যায়-এর সদ্ব্যবহার অথবা এর অপব্যবহার। এ দুয়ের মাঝামাঝি কিছু নেই। অর্থাৎ ভালকাজে যদি সময় ব্যয় না করা যায় তাহলে নিশ্চিত থাকতে হবে মন্দ বা অর্থহীন কাজে তা ব্যয় হচ্ছে। শেষ বিচারের দিনে পাঁচটি প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নটিই হবে সময় কিভাবে ব্যয় করেছ (তিরমিজী)? আমরা পৃথিবীতে এসেছি স্রষ্টার প্রতিনিধি হয়ে, মহান দায়িত্ব পালনের জন্য। পরিবার থেকেই এই ধারণাটা সন্তানদের মধ্যে দিতে হবে। শুধু জিপিএ ফাইভ নয়, লক্ষ্য দিতে হবে ভাল মানুষ হওয়ার, অন্যের আশ্রয়স্থল হওয়ার। প্রতিদিন ধর্মগ্রন্থ পাঠের অভ্যাস করতে হবে। যে যেই ধর্মের অনুসারী সে সেই ধর্ম সম্পর্কে ভালভাবে জানবে। সব ধর্মেই রয়েছে সহমর্মিতার কথা, সময়ের সদ্ব্যবহারের কথা, শান্তির কথা। নবীজী (স:) এর কাছে একজন সাহাবী প্রশ্ন করেছিলেন, একটি শিশুর যত্ন নেওয়া উচিত কখন থেকে? তিনি বলেছিলেন, তার মা যখন শিশু ছিল তখন থেকে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা। আজ তরুণদের যে অবক্ষয়, গুলশান ট্রাজেডি, জঙ্গিবাদ- এগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের নৈতিকতার পর্যায়ক্রমিক বিপর্যয়ের ফল।

ইরানের প্রসিদ্ধ সুফী সাধক শামস-ই-তাবরীজ সূরা আসর পড়ছিলেন, 'সময়ের শপথ, মানুষ অবশ্যই বিপদগ্রস্থ'। তিনি এই আয়াতের অর্থ বুঝতে পারছিলেন না। ভাবতে ভাবতে তিনি বাজার অতিক্রম করছিলেন, এমন সময় তার কানে চিৎকার এল। কেউ একজন বলছে, "দয়া করো আমার প্রতি, আমার পুঁজি গলে যাচ্ছে।" তিনি খুব অবাক হলেন। পুঁজি কেমন করে গলে যায়? অগ্রসর হয়ে দেখলেন এক বরফ বিক্রেতা কথাগুলো বলছে। তার পুঁজি হল বরফ। সূর্য ওঠার সাথে সাথে একটু একটু করে গলে যাচ্ছে। চাইলেও বরফ ধরে রাখতে পারবে না। তিনি অনুভব করলেন সূরা আসরের মর্মার্থ। মানুষ কেন বিপদগ্রস্থ। কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় মূলধন তার সময়। প্রতিনিয়ত গলে নি:শেষ হয়ে যাচ্ছে।

জীবন একটাই। সময় সুনির্দিষ্ট। এই সময়টাতে প্রযুক্তির আসক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করব। ভাল কর্ম করে সকলে কর্মের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবো। সময় নামের মূলধনকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে নৈতিকতা মানবিকতা সহমর্মিতার এক সার্বজনীন মহাসমাজ গড়ে তুলব। সর্বশক্তিমান মহাপবিত্র প্রভূর নিকট এটাই আমাদের ও আমাদের সন্তানদের জন্য প্রার্থনা। স্রষ্টা আমাদের কবুল করুন।

লেখিকা আইসিবির প্রধান কার্যালয়ের পেনশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বি. দ্র. অভিব্যক্তি বিভাগের লেখাসমূহ লেখক/লেখিকার সম্পূর্ণ নিজস্ব মতামত।

ইয়াংস্টারস্

মোঃ আকবর হোসেন
অফিস সহায়ক
ইইএফ উইং, আইসিবি

অবুঝ মনের বাসনা

ছোট এ জীবনে বেঁচে আছি স্বপ্নের আঙ্গিনায়,
ভালবাসা খেলা করে অবুঝ মনের এ বাসনায়।
এ খেলা ঘরে কতদিন কে বা বাঁচে,
মৃদু মৃদু হাওয়ায় পেখম খুলে মন নাচে।
ইচ্ছে থেকে যায় কতকিছু পাবার আশায়,
কেউ কিছু পায় কেউ না পেয়ে কেঁদে বুক ভাসায়।

ভাগ্যবলে আসে জীবনে রঙ্গিন খেলা,
সংক্ষিপ্ত জীবনে করি নানান আয়োজনের মেলা।
বয়ে যায় এ জীবন নদীর স্রোতের মত,
পৃথিবীতে কর্মকান্ডের ইতিহাস থাকে শতশত।
রাজা-বাদশা হয়েও তারা বেঁচে আছে কি?
ধন সম্পত্তি রেখে যেতে হবে এটাই বুঝি।

এই পৃথিবী ছেড়ে কে কখন যাবে বলা যায় না,
কিছু পাবার আশায় কিছু নেবার আশায় করে নানান বাহানা।
শুধু চাই চাই কতইনা সম্পদের ঝুড়ি,
ভুলে ভরা আমাদের সেই অন্ধ মনের ঘড়ি।
ভুলে যাই মোরা এ জগতের লোভনীয় জীবন,
ইবাদত করি ইহকাল রেখে পরকালকে করি আপন।

লেখক আইসিবির ইইএফ রিকভারী ডিপার্টমেন্ট এর অফিস সহায়ক
বি. দ্র. ইয়াংস্টারস্ বিভাগের লেখাসমূহ লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব মতামত।

Credit Rating Report
Investment Corporation of Bangladesh

Ref No	ACRSL13133/16
Company Name	Investment Corporation of Bangladesh
Assigned Ticker	ICB
Activity	Portfolio Management, Mutual Fund Management, Private Equity Investment and Project Financing among others.
Incorporated On	01 Oct 1976
Head Office	8, Rajuk Avenue, BDBL Bhaban, (Level 14 -17) Dhaka-1000

Rating Type	Corporate/Entity
Rating Validity	03 Oct 2017
Analyst(s)	ACRSL Analyst Team
Committee (s)	ACRSL Rating Committees

RATINGS SUMMARY

CREDIT RATING	CURRENT	PREVIOUS
Long-Term	AAA	AAA
Short-Term	ST-1	ST-1
Publishing Date	03 Oct 2016	30 Jun 2015

RATINGS EXPLANATION

AAA	Investment grade. Highest credit quality with lowest expectation of credit risk. When assigned this rating indicates the obligor has exceptionally strong capacity to meet its financial obligations and it is highly unlikely that this capacity will be impacted adversely by foreseeable events.
ST-1	Highest Grade. Highest certainty of timely payment. Short-term liquidity including internal fund generation is very strong and access to alternative sources of funds is outstanding, Safety is almost like risk free Government short-term obligations.

Rating Validity : This validity assumes no additional loan over that disclosed in Q3FY16 [ended 31 March] audited/management certified balance sheet and that management has disclosed all material & adverse to financials since Q3FY16.

Confidential and Limited Use Only
Copyright © 2014 ARGUS Credit Rating Services Limited

- আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট ও আইসিবির সাবসিডিয়ারি কোম্পানি পরিচালিত ইউনিট সার্টিফিকেটসমূহ লিয়েন রেখে অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- আইসিবি ডিবেঞ্চার ইস্যুতে অর্থায়ন করে।
- লিজিং-এ আইসিবি দিচ্ছে সর্বোত্তম সেবার প্রতিশ্রুতি।
- বাংলাদেশ ফান্ডে বিনিয়োগ করুন।

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি,
আসুন এই ব্যাধি নির্মূলে আমরা সকলে মিলে কাজ করি।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

আইসিবি তার কর্পোরেট সুশাসন পরিপালনে এবং জনস্বার্থ সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে শেয়ারমালিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ সর্বোপরি জনসাধারণের আইসিবি সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ, অনুসন্ধান ও পরামর্শ থাকলে তা GRS ফোকাল পয়েন্টকে জানাতে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা:
মো. ফারুক আলম
GRS ফোকাল পয়েন্ট ও
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ডিসিপ্লিন, গ্রিভেন্স এন্ড আপিল ডিপার্টমেন্ট
বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪),
৮, রাজউক অ্যাভেনিউ, ঢাকা-১০০০।
e-mail : agm_discipline@icb.gov.bd
Phone No : 9585092
Mobile : 01727068990

সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠনে আইসিবি এগিয়ে ...